দৈনিক
ইত্তেফাক

16 NOV 2008

ঢাবির হলগুলোতে আধিপত্যের লড়াই শুরু

থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে ॥ আশ্রয় নিয়েছে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা

॥ সাইদুর রহমান ॥

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আধিপত্যের লড়াই শুরু হয়েছে। এ লড়াইয়ে টিকে থাকতে ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা হলগুলোতে বহিরাগত চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে। পাশাপাশি ধীরে ধীরে পুরো ক্যাম্পাসে অস্ত্র মজুদের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আর এ অবস্থায় ক্যাম্পাসে এক ধরনের থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আকা ফিরোজ আহমেদ বলেন, আমরা সবকিছু সম্পর্কে অবগত। কয়েকদিন ধরে ক্যাম্পাসে অন্যরকম পরিবেশ বিরাজ করছে। সবধরনের ব্যবস্থা নিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হল প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী কোন কক্ষেই আবাসিক বা দ্বৈতাবাসিক ছাত্র ছাড়া কারও থাকার অনুমতি নেই। দুই একদিনের জন্য আত্মীয়-স্বজন রাখতে হলেও প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বড় দুইটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা হল দখলের প্রস্তুতি শুরু করেছে। প্রস্তুতির অংশ হিসাবে হলগুলোতে কিছু অস্ত্র আনা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে নিরাপদ জোন ভেবে ছাত্র নেতারা হলগুলোতে নিজেদের কক্ষে একাধিক বহিরাগত সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিয়েছে। ছাত্র নেতারা এসব বহিরাগতকে নিয়ে হলগুলোতে রাতের পর রাত জুয়ার আসর বসায়। জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি কয়েকদফা মারধরের ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষ করে স্যার এফ রহমান হল, মুহসীন হল ও সূর্যসেন হলের চিহ্নিত কক্ষগুলোতে বহিরাগতরা অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, জুনিয়র ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর গেট রুমে হাজিরা দেয়া রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। হাজিরা দিতে কেউ অস্বীকৃতি জানালে তাকে মারধরও করা হয়।

ছাত্র সংগঠনসূত্রে জানা যায়, আগামী ঈদুল আজহার ছুটিতে বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ক্যাম্পাসে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় দেখা যাবে। ক্যাম্পাসকে নিয়ে যাতে কেউ ষড়যন্ত্র না করে সেজন্য সবাই সতর্ক থাকবে। এজন্য ছাত্র নেতাদের পরিচয়পত্রও দেয়া হবে। মূলত ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরের দিন থেকেই ছাত্রলীগের দখলে থাকা সব হল ছাত্রদলের দখলে চলে যায়। জোট সরকারের পুরো সময় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগকে কোণঠাসা করে রাখা হয়। তবে ১/১১'র পরেই বদলে যায় অতীত দৃশ্য। প্রয়োজনীয় মালামাল ফেলেই হল ত্যাগ করে ছাত্রদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। আগস্টের ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া চার শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্রের মুক্তির দাবিতে আবারও উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। সাধারণ ছাত্রদের ব্যানারে আন্দোলনে নামে দুই সংগঠনের নেতাকর্মীরাও। এরই সূত্র ধরে তারা ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। ক্যাম্পাসে ফিরেই তারা আবার কলুষিত রাজনীতির চর্চা শুরু করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও ক্যাম্পাসে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীসূত্রে জানা গেছে, গত সপ্তাহে জগন্নাথ হল, অমর একুশে হল, জিয়া হল, মুহসিন হল, এসএম হল, এফ রহমান হল ও জহুরুল হক হলে দেশীয় অস্ত্র এসেছে। এসব অস্ত্র উদ্ধারে কয়েকদিনের মধ্যে সব আবাসিক হলের চিহ্নিত কক্ষগুলোয় একযোগে তল্লাশী চালানো হবে বলেও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, হলের চিহ্নিত কক্ষগুলোতে বহিরাগতরা অবস্থান করলেও প্রশাসনিক জটিলতার জন্য তাদের গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। সন্ত্রাসীরা হলে অবস্থান করলেও আমাদের কিছুই করার থাকে না।